দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২.৫.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৫ ...

জনমত

কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি

মত

আমার স্বামী একজন সরকারী কলেজ শিক্ষক। ১৯৭২ সালে তদা-এডহক শিক্ষকবৃন্দের চাকরিকাল যোগদানের তারিখ থেকে গণনা করায় তার সাথে যারা চাকরি পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন বা ইন্টারভিউ কার্ড পাননি তাঁদেরও অনেকে তাঁর সিনিয়র হয়ে যান। পরে ১৯৭৮, ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে জাতীয়কৃত কলেজে চাকরিরত শিক্ষকবৃন্দের কার্যকরী চাকরি ৭/৮ বৎসর হলেই সহকারী অধ্যাপকের পদে আত্মীকৃত হন। কিন্তু তখন শুধু সরকারী চাকরিই ১০ বৎসরের অধিক থাকা সত্ত্বেও আমার স্বামী পদোন্নতি পাননি। সরকারী কলেজে এই রকম অনেক শিক্ষক ছিলেন যাঁদের চাকরিকাল ১৩/১৪ বৎসর ছিলো, অথচ তাঁদের পদোন্নতি দেয়া হয়নি। এই ভ্রান্ত নীতির ফলে আমার স্বামী ১৯৬৯ সালে সরকারী চাকরিতে যোগদান করেও পদোন্নতি পেলেন না। অন্যদিকে ১৯৭০, ১৯৭১ বা ১৯৭২ সালে অনেকে বেসরকারী কলেজে যোগদান করেও তাঁর আগে সহকারী অধ্যাপকের পদে আত্মীকৃত হয়েছেন। এখন আবার সহকারী অধ্যাপকের পদে ৪ বৎসর না হলে সহযোগী অধ্যাপকের পদে পদোন্নতি হবে না, এই শর্ত আরোপ করায় প্রায় ১৫ বৎসর সরকারী কলেজে চাকরি করা সত্ত্বেও তাঁর পদোন্নতি হচ্ছে না। এমন অনেকে আছেন যাদের সরকারী চাকরিকাল ১৯/২০ বৎসর হলেও পদোন্নতি হচ্ছে না। আবার বেসরকারী কলেজ মিলিয়ে যাঁদের চাকরিকাল মাত্র ১২/১৩ বৎসর হয়েছে তাঁদেরও পদোন্নতি হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নয় বরং একই বিষয়ের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে বৈষম্য ও অবিচার দরুণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে আমার স্বামী এখন সরকারী চাকরি ছেড়ে দেয়ার কথাই ভাবছেন। উল্লেখ্য যে তিনি ১৯৬৮ সালে পদার্থ বিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাস করেন। তাঁর দীর্ঘ ১৫ বৎসর চাকরিকালে পাঁচজন অধ্যক্ষের অধীনে কাজ করেছেন। সব বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্টেই ভালো মন্তব্য আছে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন, সর্বদিক বিবেচনা করে আমার স্বামী এবং তাঁর মতো অন্যান্য যাঁরা ভ্রান্ত নীতির ফলে হতাশাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন চাকরি ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্যস্থান দিয়ে তাদের প্রতি সুবিচার করা হোক।

মাহমুদা বেগম
কলাবাগান, ঢাকা

01